তারিখ ... 21 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

সংবাদ

আন্তর্জাতিক দরপত্রে পাঠ্যবই মুদ্রণ

সাশ্রয় হবে ১০০ কোটি টাকা

রাকিব উদ্দিন

প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক দরপত্রে পাঠ্যবই মুদ্রণের কারণে এবার সরকারের প্রায় ১০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হচ্ছে। এবার পাঠ্যবই মুদ্রণ করছে বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারত ও চীন। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য মোট চার কোটি ২৬ লাখ ৩৫ হাজার ৯২৯ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য মোট ৩৬ কোটি ২২ লাখ ৩৩ হাজার ৭৭৫ কপি বই মুদ্রণ করা হচ্ছে। প্রায় এক লাখ মেট্রিক টন কাগজে ছাপানো হচ্ছে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যের পাঠ্যবই।

মুদ্রণে বাংলাদেশ ছাড়াও রয়েছে ভারত ও চীন

বিদেশে ছাপা হয় উন্নতমানের কাগজ ও কালিতে

ব্যয় হবে ১১শ' কোটি টাকা

এনসিটিবি'র কর্মকর্তারা জানান, আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে বিদেশ থেকে বই ছাপানো হলে এর মান ভালো হয়। পাশাপাশি বইয়ে নির্ধারিত মানের কাগজ ও উন্নতমানের কালিও ব্যবহার হয়। প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রে বই মুদ্রণের কারণে সরকারি অর্থেরও সাশ্রয় হয়। গত বছর বই ছেপে সরকারের প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে প্রায় ৯০ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছিল। এবারও প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে সরকারের প্রায় ১০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হচ্ছে বলে এনসিটিবি'র কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

বিনামূল্যের বই ছাপা ও সরবরাহসহ অন্যান্য ব্যয় মিলিয়ে এবার সরকারের প্রায় ১১শ' কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। এর মধ্যে মাধ্যমিক ও মাদ্রাসার বই ছাপতে ৬১২ কোটি টাকা এবং প্রাথমিকের বইয়ের জন্য ব্যয় হচ্ছে প্রায় পৌনে চারশ' কোটি টাকা। ইতোমধ্যে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় পাঁচ কোটি বই ছেপে উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের ছাপাখানায় পুরোদমে এখন বই মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাজ চলছে বলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা সংবাদকে বলেন, 'দেশি-বিদেশি যেসব ছাপাখানা কার্যাদেশ পেয়েছে, সেগুলোতে এখন পুরোদমে বই মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাজ চলছে। নতুন বছরের শুরুতেই দেশের সব ছাত্রছাত্রী উন্নতমানের পাঠ্যবই হাতে পাবে। এ নিয়ে কোন অনিশ্চয়তা নেই। নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই উপজেলা পর্যায়ে বই সরবরাহ হয়ে যাবে।'

গত ৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ মতিঝিল পাঠ্যপুস্তক ভবনে সংস্থার সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সঙ্গে বৈঠক করে বই মুদ্রণ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। পরে মন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, নতুন শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনেই দেশের সকল ছাত্রছাত্রী নতুন বই হাতে পাবে।

কোন স্তরের কত বই

মোট বইয়ের মধ্যে প্রাক-প্রাথমিকের ৩২ লাখ ৬২ হাজার ৮৬৪ জন শিশুর জন্য এক কোটি পাঁচ লাখ পাঁচ হাজার ৮৩২ কপি বই, প্রাথমিকের দুই কোটি ১৭ লাখ ২১ হাজার ১২৯ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ১০ কোটি ৫২ লাখ ৮৮ হাজার ৩২৭ কপি বই, মাধ্যমিক (ইংরেজি ভার্সনসহ) ও এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের এক কোটি ২০ লাখ ৫৮ হাজার ৩৬৮ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১৭ কোটি ৬৮ লাখ ৩০ হাজার ৩৬৮ কপি বই এবং এসএসসি ও দাখিল ভোকেশনালের (ট্রেড বই) দুই লাখ দশ হাজার ৭৭৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৯ লাখ ২১ হাজার ১১০ কপি বই ছাপানো হচ্ছে।

এছাড়া এবতেদায়ী ও দাখিলের ৫৩ লাখ ৫৭ হাজার ২১ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য পাঁচ কোটি ৭১ লাখ ৯৭ হাজার ৮৮৫ কপি বই, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী এক হাজার ২৩১ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৯ হাজার ৭০৩ কপি বই, প্রাথমিকের শিক্ষক নির্দেশিকা ৬০ লাখ এক হাজার ৭২৪ কপি এবং মাধ্যমিকের শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা ছাপানো হচ্ছে ৪৬ লাখ ৬৬ হাজার ৬৬৪ কপি।

এ ব্যাপারে এনসিটিবি'র বিতরণ নিয়ন্ত্রক মোশতাক আহমেদ ভূঁইঞা সংবাদকে বলেন, 'এককভাবে এবার কোন প্রতিষ্ঠানই বেশিসংখ্যক বইয়ের কাজ পায়নি। প্রাথমিকের সাড়ে দশ কোটি বইয়ের কাজ পেয়েছে ৩০টি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠান। আর মাধ্যমিকের প্রায় পৌনে ১৮ কোটি বইয়ের কাজ পেয়েছে দেশীয় ১৩৭টি প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রায় সবকটিরই নির্ধারিত সময়ের আগে সকল বই সরবরাহ করার সক্ষমতা রয়েছে।'

কাগজের জোগান

এনসিটিবি জানায়, এবার ৩৬ কোটি ২২ লাখ ৩৩ হাজার ৭৭৫ কপি বই মুদ্রণ করতে কাগজের প্রয়োজন হচ্ছে প্রায় এক লাখ মেট্রিক টন। এর মধ্যে মাধ্যমিক স্তরের মাত্র সাত কোটি ৯৫ লাখ কপি বইয়ের কাগজ কিনে দিচ্ছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। এর জন্য সংস্থাটি সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কাগজ মিল সাশ্রয় : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

সাশ্রয় : হবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থেকে কিনছে প্রায় ২৩ হাজার মেট্রিক টন কাগজ। আর বাকি ২৮ কোটি বইয়ের জন্য কাগজের প্রয়োজন হবে প্রায় ৭৭ হাজার মেট্রিক টন। এসব বইয়ের কাগজ ছাপাখানার মালিকরাই কিনবে বলে জানান এনসিটিবি'র কর্মকর্তারা।

এ ব্যাপারে এনসিটিবি'র অপর এক কর্মকর্তা বলেন, 'আমরা মাধ্যমিকের সাত কোটি ৯৫ লাখ কপি বইয়ের জন্য ২৩ হাজার মেট্রিক টন কাগজ কিনে দিচ্ছি। প্রিন্টার্সরা (ছাপাখানার মালিক) কেবল বই ছেপে আমাদের কাছে সরবরাহ করবে। আর প্রাথমিক; প্রাক-প্রাথমিক, এবতেদায়ী, দাখিল এবং অন্যান্য বইয়ের কাগজসহ দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এতে প্রিন্টার্সরাই দরপত্রের শর্তানুযায়ী কাগজ কিনে বই ছেপে সরবরাহ করবে।'

ওই কর্মকর্তা আরও জানান, 'ভারত ও চীনের যেসব প্রতিষ্ঠান বই মুদ্রণের কার্যাদেশ পেয়েছে, তারা দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী নিজ নিজ দেশের কাগজে বই ছেপে আমাদের কাছে সরবরাহ করবে। আর দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই কাগজ মিল থেকে কাগজ কিনে বই ছেপে উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ করবে। আমাদের বিশেষজ্ঞ টিম দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী বইয়ের কাগজ, কালি ও বাঁধাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বই রিসিভ (গ্রহণ) করবে।'

বিদেশি প্রতিষ্ঠান

আন্তর্জাতিক দরপত্রে অংশ নিয়ে ভারতের স্বপ্না প্রিন্টার্স প্রাক-প্রাথমিক স্তরের দশ লাখ ৫৫ হাজার ১০৮ কপি বই ও ভারতের সিডিসি প্রিন্টার্স দশ লাখ ৩১ হাজার ৫৪৯ কপি বই মুদ্রণের কার্যাদেশ পেয়েছে।

এছাড়া ভারতের শেশা সাই প্রিন্টার্স প্রাথমিক স্তরের ৫৯ লাখ ২১ হাজার ৩৬৬ কপি বই, কৃষ্ণা ট্রেডার্স এক কোটি দশ লাখ ৭৬ হাজার ৮২৭ কপি এবং সুদর্শন প্রিন্টার্স ১১ লাখ ২৯ হাজার ৫৪২ কপি বই মুদ্রণের কার্যাদেশ পেয়েছে।

আর চীনে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক স্তরের ৬০ লাখ এক হাজার ৭২৪ কপি শিক্ষক নির্দেশিকা (টিচার্স ডিরেক্টরি) ছাপানোর কার্যাদেশ পেয়েছে বলে এনসিটিবি'র কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।